শান্তি

BENGALI – *"Peace"*

" তোমার আজিকার দিনে যাহা তোমার পক্ষে শান্তিজনক তাহা যদি তুমি আজই বুঝিতে পারিতে ! "—লুক ১৯:৪২ ।

বর্ত্তমানে পৃথিবী জুড়ে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে সে গুলির দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে পৃথিবীতে কোথাও শান্তি নাই। লড়াই, খুন, যুদ্ধ বা যুদ্ধের তোড় জোড়ের সংবাদ আপনি সর্বত্রই শুনতে পাবেন। যে কোন খবরের কাগজই খুলুন, দেখবেন সেই একই ভয়াবহ চিত্র, অন্যায়, ঘৃণা, ঈর্ষার, বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। এখন থেকে বহু বছর ধরে পৃথিবীর স্বনামধন্য লোকেরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে চলেছেন, কিন্তু কেউ আজ প্রর্যন্ত সফল হতে পারেননি। পৃথিবীই যে শুধু আজ শান্তিহারা তা নয়, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, অনেক পরিবারের লোকদের মধ্যেও শান্তি নাই দুর্ভাগ্য হলেও এ ঘটনা সত্যি যে, পৃথিবীর বহু মানুষের মনে আজ কোনও শান্তি নাই। এবং, সমস্ত অশান্তির মুল এখানেই লুকিয়ে আছে।

শান্তি নাই কেন ?

সবকিছুর শুরুতে ঈশ্বর এই পৃথিবী এবং এই পৃথিবীতে যতরকমের ঘাস, ফুল, গাছ ইত্যাদি আছে, জল কিম্বা স্থলে যত প্রাণী আছে সব কিছুই সৃষ্টি করলেন। আদম ও ঈভ কেও তিনি সৃষ্টি করলেন। এবং এই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে তখন শান্তি ছিল। আদম এবং ঈভ কোন প্রাণীকে দেখে ভয় পেতেন না। প্রণীরাও নিজেদের মধ্যে সুখে শান্তিতে বাস করত। সিংহের পাশ দিয়ে একটা

ভেড়া চলে গেলেও সিংহ তার কোন ক্ষতি করত না। অধিকন্তু, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে শান্তি ছিল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ ছায়ায় ঈশ্বর এসে আদম-ঈভের সঙ্গে বেড়াতেন, কথা বলতেন। ঈশ্বরকে দেখে তাঁদের মনে কোন ভয় হতনা। বরং তারা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলার জন্য, তাঁর সঙ্গে পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতেন।

তখন, শান্তির শত্রু শয়তান সাপের মধ্যে প্রবেশ করে আদম ঈভকে পাপ করার জন্য প্ররোচিত করল। কারণ পাপ যেখানে সেখানে কোন শান্তি নাই। মিথ্যা—অন্যায়ের জন্মদাতা শয়তান তাঁদের বলল যে ঈশ্বর যে ফল খেতে তাঁদের নিষেধ করেছেন, ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে সেই ফল খেলেও তাঁরা কখনও মরবেন না। আজও যেমন বহু লোক শয়তানের কথা মন দিয়ে শোনে, তেমনি আদম ঈভও শুনলেন, শয়তানের প্ররোচনা মত কাজ করলেন, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলেন। সেই মুহূর্তে, যে শান্তি তাঁদের মধ্যে ছিল, সেই শান্তি তাঁরা হারালেন। সব শান্তি, সমস্ত সৌন্দর্য্য, ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন, একটি পাপের কারনে ধ্বংস হয়ে গেল। আদম ঈভের অন্তরে তখন ভয় জন্ম নিল।

সেদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেক দিনের মত কথা বলতে ঈশ্বর যখন তাঁদের কাছে এলেন তখন তাঁরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে লুকালেন। "এক মনুষ্য দ্বারা পাপ জগতে প্রবেশ করিল" এবং আমরা যারা আজ জগতে রয়েছি 'সকলেই পাপ করিয়াছি এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হইয়াছি" (রোমীয় ৫ : ১২, ৩ : ২৩) একটা পাপ সাধারনতঃ আরেকটা পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আজকের দিনে সারা পৃথিবী পাপে পাড়িত এবং সেই কারণে শান্তির কোন অধিকার এই জগতে নাই।

ঈশ্বর পৃথিবীতে শান্তি পুনঃ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন :

স্বর্গ থেক দৃষ্টিপাত করে ঈশ্বর মানুষের মধ্যে যত ঘৃণা, ভয়, পাপ, দুঃখ সব দেখলেন এবং তাঁর মহৎ প্রেমের বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর একজাত পুত্রকে গোয়ালঘরে জন্ম নিতে পাঠালেন। প্রতি বৎসর বড়দিনের সময় স্বর্গ দূতের বাণী আমরা স্মরন করি, "ভয় করিওনা কেননা দেখ, আমি তোম দিগকে মহানন্দের সুসমাচার জানাইতেছি, সেই আনন্দ সমুদয় লোকেরই হইবে, কারন অদ্য দায়ুদের নগরে তোমাদের জন্য ত্রাণকর্তা জন্মিয়াছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। .....পরে হঠাৎ স্বর্গীয় বাহিনীর এক বৃহৎ দল ঐ দূতের সঙ্গী হইয়া ঈশ্বরের স্তবগান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, উর্ধলোক ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে প্রীতিপাত্র মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি" (লুক ২ : ১০-১৪)। 'যাহারা অন্ধকারের ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া আছে তাহাদের উপরে দীপ্তি দিবার জন্য আমাদের চরণ শান্তিপথে চালাইবার জন্য" যীশুকে এই জগতে পাঠান হয়েছিল (লুক ১ : ৭৯)। ইফিষীয় ২ : ১৪ পদে লেখা আছে, "তিনিই আমাদের শান্তি"।

শান্তির রাজা যীশুকে ঈশ্বর এই জগতে পাঠালেন। সেদিনের মানুষ যদি শান্তির রাজাকে গ্রহন করত, পুনরায় তারা শান্তিতে এক হয়ে বসবাস করতে পারত।

আদম ও ঈভের মত সেকালের ইহুদী জাতি, এবং পরজাতি এবং অন্যান্য সকলে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে শয়তানের পরামর্শ গ্রহন করল। তারা শান্তিরাজকে অগ্রাহ্য করল। পীলাত যখন বারাব্বাস ও যীশুকে তাদের সামনে দাঁড় করালেন তারা চিৎকার করে বলল, "যীশুকে দূর কর, আমাদের জন্য বারাব্বাসকে ছেড়ে দাও।" অন্যভাবে তারা যেন বলেছিল "শান্তির রাজাকে দূর কর, পরিবর্ত্তে আমাদের জন্য ঘৃণা, যুদ্ধ, হত্যা, পাপকে (অর্থাৎ বারাব্বাসকে) ছেড়ে দাও"। সেই লোকদের স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। স্বেচ্ছায় কিছু বেছে নেবার অধিকার তাদের ছিল। এ ব্যাপারে বাধ্যবাধকতার কোন প্রশ্ন নাই। সে কারনে বারাব্বাসকে তারা বেছে নিল। আমাদের বর্ত্তমান যুগ ঠিক সেই যুগের মত। ঈশ্বর আমাদের বেছে নেবার অধিকার দিয়েছেন। যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের রাজা বলে গ্রহন করতে পারি। তিনি আমাদের জীবনে শান্তি দেবেন। যীশু বলেন শান্তি, তোমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছি আমারই শান্তি তোমাদের দান করিতেছি, জগত যে ভাবে দান করে আমি সেইভাবে তোমাদের দান করিতেছিনা" (যোহন ১৪ : ২৭)। আমাদের পাপ ঈশ্বর থেকে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে এসেছে। পাপ অবস্থায় আমাদের মধ্যে কোন শান্তি নাই। যীশু কিন্তু সব সময় হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি অপেক্ষা করে আছেন যীশু সকলকে ফেরাতে চান, তাঁর বুকে ফিরে পেতে চান। তাঁর অমূল্যরক্ত দিয়ে শুচিকরে আমাদের ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিতে চান, শান্তি দিতে চান।

রোমীয় ৫ : ১ পদে আমরা পাই, "এইজন্য বিশ্বাসের ফলে ধর্মিকগনা হওয়াতে, এস, আমরা আমাদের প্রভূ যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে শান্তিলাভ করি"। কোন কিছুরই পরিবর্ত্তে এই জগতে আমরা শান্তি পেতে পারিনা। অর্থ, ধন, মান শান্তি দিতে পারেনা। পানে মত্ততা আছে, শান্তি নাই। গীর্জ্জায় খাতায় নাম লেখালেও শান্তি পাওয়া যায় না। আমাদের আত্মার শান্তি পাবার জন্য একটি মাত্র উপায় আছে। তা হল যীশুর কাছে এসে পাপ স্বীকার করে অনুশোচনা করুন। "তিনি বিশ্বস্ত ও ধর্মময় বলিয়া আমাদের পাপ ক্ষমা করিবেন, এবং সমস্ত অধর্মিকতা হইতে আমাদের শুচি করিবেন।" (১ যোহন ১ : ৯)। যীশু যে শান্তি দান করেন সেই শান্তি বুদ্ধির অতীত ফিলীপীয় ৪ : ৭)। মানুষ তার বর্ননা জানেনা। সেই শান্তি আমরা জীবনে অনুভব করতে পারি। কিন্তু তার আগে জগতের এবং জাগতিক বিষয়ের আকর্ষণ আমাদের ত্যাগ করতে হবে। পাপ এবং পাপের পরিবেশ পরিত্যাগ করে প্রভু যীশুর কাছে এসে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে হবে। শান্তি ছাড়া এ জগতে আমরা জীবন ধারন করতে পারি, কিন্তু মরনের সময় অবশ্যই আমরা শান্তি পেতে চাই। কারণ "ঈশ্বরের রাজ্য পান আহারে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মাতে লব্ধ ধার্মিকতা, শান্তি ও আনন্দেই বিদ্যমান" (রোমীয় ১৪ : ১৭) সুতরাং যদি মৃত্যুর সময় আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের শান্তি না পাই, তবে অবশ্যই শান্তির স্বর্গে কোন অভ্যর্থনা আমরা পাব না। আমাদের জীবনে শান্তিরাজকে যদি না গ্রহন করি, পাপী অবস্থায় আমাদের মরতে হয়। তখন আমাদের জন্য একটিই মাত্র

জায়গা নির্দিষ্ট থাকে, তা হল অনন্ত নরকের আগুন। আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থাই আপনি নিশ্চয় মরতে চান না। কারণ তা হলে চিরদিনের মত আপনি হারিয়ে যাবেন। ঈশ্বর বলেন, " যন্ত্রনাদায়ক সেই অগ্নির শিখা চিরকাল প্রজ্বলিত থাকে।" আমরা সকলেই পাপ করেছি। পাপী মাত্রই সেই অনন্ত নরকে যায়। " ধার্মিক কেহ নাই, একজনও নাই।" সে কারনে আপনি যদি স্বর্গে যেতে চান তাহলে একটি কাজ আপনাকে করতে হবে, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে হবে, ঈশ্বর দও শান্তি আপনাকে গ্রহন করতে হবে। " খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের অন্তর কর্তৃত্ব করুক (কলসীয় ৩ : ১৫) শান্তি স্থাপনের জন্য যীশুর আগমনের কথা বড়দিনের সময় আমাদের স্মরন করিয়ে দেওয়া হয়। ঈষ্টারের সময় এও আমাদের স্মরন করিয়ে দেওয়া হয় কেমন করে লোকেরা তাঁকে অগ্রাহ্য করল ক্রুশে দিল। প্রিয় বন্ধু, আপনি কি তাদের একজন হতে চান যারা প্রভূকে অগ্রাহ্য করল ? না কি আপনি আপনার প্রাণের দুয়ার খুলে দিয়ে তাঁকে গ্রহন করতে চান ? আপনার অন্তরে ঈশ্বরের শান্তি পাওয়ার একটি মাত্র উপায় আছে। খ্রীষ্টের সামনে হাঁটু পেতে স্বীকার করুন আপনি একজন পাপী। তাঁর বহুমূল্য রক্তে আপনার পাপ ধুয়ে যায়। আপনাকে তাঁর নিজস্ব করে নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করুন। নিজেকে যত ধার্মিক মনে করুণ না কেন, আপনার পরিত্রানের প্রয়োজন আছে, নিজেকে যত পাপী মনে করুন না কেন যীশু আপনাকে অবশ্যই গ্রহন করবেন। তিনি কাউকে ফিরিয়ে দেন না। আপনার জীবনে ইশ্বরের শান্তি এখনও যদি না পেয়ে থাকেন তা হলে এখনই তা গ্রহণ করুণ। অবর্ণণীয় আনন্দে, অপার গৌরবে আপনার হৃদয় পূর্ণ হয়ে যাবে।

সুসমাচার প্রচারের সময় একদিন এক বৃদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চারজন রাজার রাজত্বকাল ধরে আমি বেঁচে আছি। প্রথম রাজার কালে সব সময় আমরা যুদ্ধ করেছি। সে দিন এক ভয়ানক দু.সময়। দ্বিতীয় রাজার কালে দারুণ দুর্ভিক্ষ আমাদের গ্রাস করেছিল। তখন আমরা ইদুর, ঘাস, কাঠকুটো খেয়েছি। তৃতীয় রাজার আমলে শত্রু এসে আমাদের পরাভূত করল। আমরা তাদের দাসত্ব করলাম কিন্তু সেই তৃতীয় রাজার সময় অন্য এক রাজা এলেন। সে রাজা মহান, সুন্দর, শান্তিপ্রিয়, প্রেমময় তিনি স্বর্গের প্রভূ যীশু তিনিই এখন জয়লাভ করেছেন। সে কারণে আমরা এখন শান্তিতে ও প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করছি। আশা করছি অল্পকালের মধ্যে স্বর্গে তাঁর সঙ্গে আমরা বাস করব।

প্রীয় বন্ধু।, যীশুর কাছে এখন আপনার জীবন সমর্পন করুণ। এই মুহুর্ত্তে দাঁড়ান নরকের পথে আর নেমে যাবেন না, ফিরে আসুন। রাজার রাজা, প্রভুর প্রভূ যিনি তাঁর সেবা করুণ। হতে পারে আপনার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে আপনাকে পরিত্যাগ করবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যীশু বলেছেন, " দেখ, যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি (মথি ২৮ : ২০) এবং শেষে বলেছেন।, " খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের অন্তরে কর্তৃত্ব করুক "(কলসীয় ৫ : ১৫)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS – EMAIL: info@angp.co.za
P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.
(A Gospel Literature Mission financed by donations)
(Reg. No. 1961/001798/08)